দৈনিক ইনকিলাব

23/4/2007

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রিন্সিপালকে অপসারণ ও বিল বন্ধের হুমকি

তারাগঞ্জ কলেজে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিমন্ত্রীর প্রার্থী পরাজিত

রংপুর জেলা সংবাদদাতা : রংপুরের পুরনো একটি কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিমন্ত্রীর লোকজন বিজয়ী না হওয়ায়। 'কলেজের প্রিন্সিপালকে অপসারণের হুমকিসহ বিল বন্ধ রাখার হুমকি দেয়া হয়েছে। ফলে ঐ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীগণ যেমন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন, তেমনি বিষয়টি নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকসহ এলাকাবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার প্রায় ৩০ বছরের পুরনো কলেজ 'তারাগঞ্জ ও/এ মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। কলেজের অধ্যক্ষ নিমাই চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিষ্ঠার সাথে কলেজ পরিচালনা করে আসছেন। গত ৩ মার্চ কলেজে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। নির্বাচনে দুটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। একটি প্যানেলে থাকেন ঐ এলাকার সংসদ সদস্য যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আনিসুল হক চৌধুরীর পছন্দের (আওয়ামী লীগ সমর্থিত) লোক। আর অপর প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সর্বদলীয় লোক। নির্বাচনে সর্বদলীয় প্যানেলের কাছে প্রতিমন্ত্রীর লোকজন পরাজিত হয়। ফলে প্রতিমন্ত্রী দারুণ ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে বলে নির্বাচন বাতিলের জন্য অধ্যক্ষকে জানিয়ে দেন। গত ৫ এপ্রিল কলেজ পরিচালনা কমিটির সভায় তিনি এ নিয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করেন। তিনি ঐ সভায় চরম উত্তেজিত হয়ে অধ্যক্ষকে নানাভাবে গালমন্দ ও হুমকি প্রদর্শন করেন। অধ্যক্ষ এক পর্যায়ে প্রতিমন্ত্রীকে 'নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নিয়ম অনুযায়ীই হয়েছে' জানালে তিনি চরম উত্তেজিত হয়ে অধ্যক্ষকে ধমক দিয়ে বলেন, 'রাখেন আপনার নিয়ম, আমি যা বলব, তাই নিয়ম। জেনে রাখেন যে কোন মুহূর্তে আপনাকে চেয়ার থেকে অপসারণ করতে পারি' ইত্যাদি বলে তিনি সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যান। পরে তিনি উপজেলা পরিষদে গেলে তার লোকজন

কয়েকজন সদস্যকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয় এবং তিনি চলে যাওয়ার পর তার লোকজন জানিয়ে দেয় অধ্যক্ষকে না সরানো পর্যন্ত তিনি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সিটে স্বাক্ষর করবেন না। এ ঘটনার পর কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকসহ এলাকাবাসীর মাঝে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।